Design & Planning : DHARA AD

নারীর ক্ষমতায়নে বেগম রোকেয়া

অধ্যাপিকা (ডাঃ) তাহমিনা হোসেন

আজ একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে দাঁড়িয়ে এ উপমহাদেশে সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর যে অবস্থান আমাদের চোখে পড়ে - তার পেছনে রয়েছে প্রায় শতাব্দীব্যাপী এক উত্তরনের ধারাক্রমের ইতিহাস। এ উপমহাদেশে বিশেষতঃ তদানীন্তন রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে অশিক্ষার বেড়াজালে আবদ্ধ নারী সমাজকে মুক্তি পথ দেখিয়েছেন যে মহিয়সী নারী তিনি আর কেউ নন, নারী শিক্ষা, নারী অধিকার ও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত বেগম রোকেয়া।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করে সমসাময়িক রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের কড়া পর্দাপ্রথায় বেড়ে ওঠে বেগম রোকেয়া নিজ পারিপার্শ্বিকতা, জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে নারী পুরুষের বৈষম্যমূলক অবস্থান। চিন্তা চেতনায়, দূরদৃষ্টিতে রোকেয়া ছিলেন তাঁর যুগের চাইতেও অনেক বেশী অগ্রগামী। সত্যিকার অর্থে স্বশিক্ষিত বলতে যা বোজায় - রোকেয়া ছিলেন তাই। নিজ মেধা ও অগ্রহবলে পরিবারে বড় ভাই এর সহযোগিতায় তিনি নিজেকে শিক্ষিত করে তুলেছেন। নিজ জীবনে অশিক্ষার অভিশাপ এড়িয়েই ক্ষান্ত হয়নি রোকেয়ার জ্ঞান স্পৃহা- তিনি চেয়েছেন অশিক্ষা ও পরনির্ভর-শীলতার গন্ডি থেকে নারী সমাজকে মুক্ত করতে যা নারীকে করবে তার স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত এবং নিশ্চিত করবে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর অংশীদারিত্ব।

যুগ যুগ ধরে অশিক্ষার বেড়াজালে অবরোধবাসিনী নারীকে রাতারাতি কোন আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর অভীষ্ট মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়- এ সত্য অনুধাবনে তিনি ছিলেন যথার্প। তিনি বিশ্বাস করতেন নারী সমাজকে আগে তৈরী হতে হবে নিজ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের জন্য আর একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই এক নীরব সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়ে তা করা সম্ভব। একমাত্র শিক্ষাই পারে নারীর মাঝে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলে তাকে নিজ অধিকার সচেতন করতে ও তা অর্জনে প্রয়াসী হতে। এ সত্যপলব্ধিই বেগম রোকেয়াকে অনুপ্রাণিত করেছে নারী সমাজকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলবার মহান ব্রতে। প্রতিকূল রক্ষণ-শীল সমাজের অনেক প্রতিবন্ধকতাকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন অসম্ভব আত্মপ্রত্যয়ে। বাড়ী বাড়ী ঘুরে তিনি নারী সমাজকে শিক্ষার ছায়াতলে সংগঠিত করার কাজে আজীবন নিবেদিত থেকেছেন। তাঁর এ অব্যাহত প্রয়াসেরই প্রতিফলন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়।

শুধুমাত্র নারীকে শিক্ষিত করে তোলাই নয়- নারীর অধিকার, মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে নারীকে যে স্বাবলম্বী হতে হবে- সে ইংগীত তাঁর লেখনীতে স্পষ্ট। কন্যা সন্তানের অভিভাবকদের প্রতি রোকেয়ার **"কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক"**- এ আহ্বানের মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয়েছে নারীর ভাগ্যোন্নয়ন সংক্রান্ত বেগম রোকেয়ার সুস্পষ্ট নির্দেশনা। কেবলমাত্র অভিভাবকদের প্রতি দায়িত্ব দিয়েই রোকেয়া ক্ষান্ত হননি- নারী সমাজকেও আংশিক দায়ী করেছেন নিজ দূর্বল অবস্থানের জন্য- **"যদি বল, আমরা দূর্বলভুজা, মূর্খ, হীনবুদ্ধি নারী। সে দোষ কাহার ? আমাদের। আমরা বুদ্ধি-বৃত্তির অনুশীলন করিনা বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহুলতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না ? এখন এ কবার জ্ঞানচর্চা করিয়া দেখিত এ অনুর্বর মস্তিষ্ক (dull head) সুতীক্ষ্ণ হয় কিনা।"**

আজ বেগম রোকেয়ার মৃত্যুর প্রায় ছয় দশক পরে শুধুমাত্র আমাদের দেশই নয়, বরঞ্চ সমগ্র বিশ্বের নারী আন্দোলনে নারীর ভাগ্যোন্নয়নের পূর্ব-শর্তই ধরা হচ্ছে- নারীর শিক্ষা, ক্ষমতায়ন ও আত্মনির্ভরশীলতা নারী শিক্ষাকে তিনি কখনোই পুঁথিগত জ্ঞানর্জনের মাঝেই সীমাবদ্ধ দেখতে চাননি- সুস্পষ্ট ভাষায় নারী শিক্ষার প্রকৃতি ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হয়েছেনঃ

"আমি চাই সেই শিক্ষা যাহা তাহাদিগকে (নারীদের) নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে .....।" অনুবন্ধের জন্য নারী যেন কাহারও গলগ্রহ না হয়- সেই সমাজের কাছে এই ছিল রোকেয়ার প্রত্যাশা। শিক্ষার আলোকবর্তিকা জ্বেলে প্রকারান্তরে রোকেয়া নারীর ক্ষমতায়নের পথকেই সুগম করতে চেয়েছেন।

কেবলমাত্র নারী সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষপটে বেগম রোকেয়াকে মূল্যায়ন করলে তাঁর অবদানের যথার্প মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সমাজের প্রায় অর্ধেকাংশ যে নারী, সেই পিছিয়ে পড়া নারী সমাজের উন্নয়নে ব্রতী হয়ে তিনি মূলতঃ এক সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায়ই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। একজন সমাজ সংস্কারক যেমন সমাজের দূর্বলতাকে চিহ্নিত করে ও তার সমাধানের ইংগিত দেয়- বেগম রোকেয়াও তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের দূর্বলতাকে চিহ্নিত করে ও তার সমাধানের ইংগিত দেয়- বেগম রোকেয়াও তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের দূর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন নারীর বৈষম্যমূলক অবস্থানকে যা প্রকারান্তরে সমাজের পশ্চাৎপদতার প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

বেগম রোকেয়া তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক ব্যাঙ্গাত্মক রচনা "Sultana's Dream" - এ উপমহাদেশে নারীর প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অনুপস্থিতির প্রতি কটাক্ষ করেছেন - "We have no hand or voice in the management of our social affairs. In India, man is lord and master. He has taken to himself all powers and privileges and shut up the women in the Zenana." প্রকারান্তরে তিনি রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের ক্ষমতায়নে নারীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথাই বলতে চেয়েছেন।

নারীকে স্বাবলম্বী করবার বিষয়ে বেগম রোকেয়ার আহবান বিফলে যায়নি। তাঁর আদর্শে ও আহবানে অনুপ্রাণিত এদেশের নারী সমাজ ধীরগতিতে হলেও দৃঢ়তার সাথে বিগত বছরগুলোতে এগিয়ে এসেছে। উন্নত বিশ্বের অনুসরণে বাংলাদেশেও উন্নয়ন পরিকল্পনার এক আবশ্যকীয় শর্ত এখন নারীর ভাগ্যোন্নয়ন। নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সমাজের সকল স্তরে নারীর ক্ষমতায়ন এর পথ সুগম করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। নারীর ভাগ্যোন্নয়ন সংক্রান্ত বিশ্ব প্রেক্ষপটে রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে একমাত্র সংঘবদ্ধ হয়েছে- মেক্সিকো, কোপেনহেগেন, নাইরোবী, কায়রো ও বেইজিংয়ে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের ঘটনা বেইজিং সম্মেলন ১৯৯৫। নারীর ভাগ্যোন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বেইজিং সম্মেলন এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহের অংগ্রহণে উন্নয়নশীল দেশসমূহে নারীর পশ্চাদপসরতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয় ১২টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র এবং সে আলোকেই প্রণীত হয় Platform For Action (PFA)। PFA বাস্তবায়নে প্রতি-শ্রুতিবদ্ধ সকল সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মত বাংলাদেশও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে নারীর ভাগ্য-উন্নয়ন তথা ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মসূচী-সমূহকে এগিয়ে নিয়ে যাবার আলোকে ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি" এবং "নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরি-কল্পনা।" এ নীতিমালা ও কর্মপরি-কল্পনায় নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর জোর দেয়া হয়েছে- যা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে টেকসই উন্নয়নের পথকে সুগম করবে। নারী শিক্ষার ক্রমবর্ধমান হারের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে নারী শিক্ষার হার যেখানে ছিল ৩৪.৪, সে হার ১৯৯৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৮.৭ হয়। আজ প্রশাসন, বিচার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈমানিক সকল পেশাতেই ধীরে ধীরে নারী তার স্থান করে নিচ্ছে। রোকেয়ার স্বপ্নের লেডী ডাইসরয়, আজ আর নিছক স্বপ্ন নয়- এ আজ বাস্তব। প্রশাসনের উচ্চ পর্যায় হতে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত - সর্বত্রই আজ নারীর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। ১৯৯৪ সালে পাবলিক সেক্টরে কর্মরত মহিলাদের সংখ্যা যেখানে ছিল প্রায় ১২,৯৫৪ জন সে সংখ্যা ১৯৯৭ এ বৃদ্ধি পেয়েছে ৯৬,৫১৯ জন এ। এ অংশীদারিত্ব এখনও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছায়নি- তবে এক্ষেত্রে ক্রমবর্ধিত হারে নারীর অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক।

জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ যেমন নিশ্চিত করা হয়েছে সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে, তেমনি ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৩টি আসনে সরাসরি নির্বাচনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে এক নীরব বিপ্লব সাধিত হয়। এর ফলে ১২,৮২৮ জন সদস্য পদে নির্বাচিত হয় এবং প্রায় অর্ধলক্ষ নারী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে যা উন্নয়নশীল দেশসমূহের কাছে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

আজ বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে নারী পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যের শেকড় উপড়ে ফেলে "সমতা, উন্নয়ন এবং শান্তি" অর্জনের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী যে যুগের দাবী, সময়ের দাবী আমরা শুনতে পাই- তা যেন অনেক আগেই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মূর্ত হয়ে উঠেছিল বেগম রোকেয়ার লেখনীতে- **"আমরা সমাজেরই অর্ধঅঙ্গ- আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে"**। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে উপনীত আজকের পৃথিবী নারীর অধিকার সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে দেখতে চায় মানবাধিকারের আঙ্গিকে, বিচ্ছিন্নভাবে শুধু নারীর অধিকার বললে যার সবটুকু বলা হয় না। এই একই দর্শন উচ্চারিত হয়েছে বেগম রোকেয়ার লেখনীতে- **"পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে- একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই।"**

সবশেষে বলা যায়, এ উপমহাদেশে নারী শিক্ষা, অধিকার, ক্ষমতায়ন তথা নারীর ভাগ্যোন্নয়নের অগ্রদূত প্রবক্তা বেগম রোকেয়ার আহবান "জাগ, **জাগ গো ভগিনি"**- এদেশের নারী সমাজকে জাগাতে, অধিকার সচেতন হতে ও অধিকার আদায়ের পথে অতীতেও প্রেরণা যুগিয়েছে এবং এ প্রেরণা আগামীতেও ফলগুধারার মত অব্যাহত থাকবে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত।

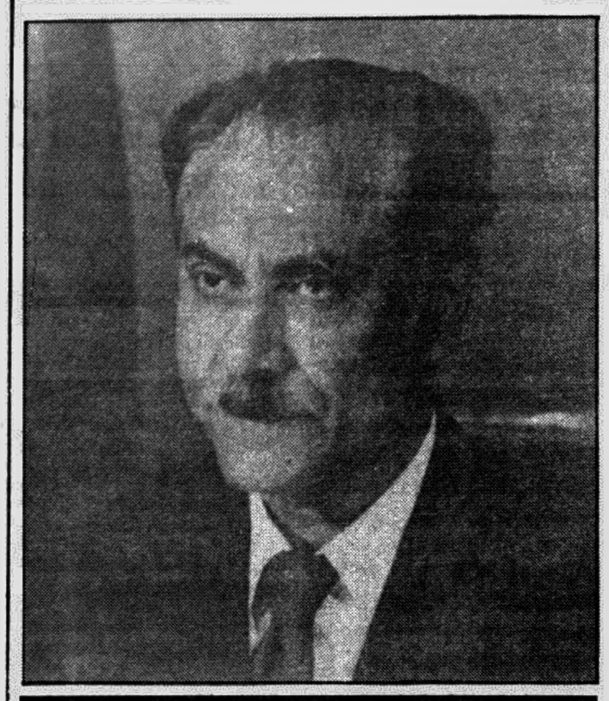

বাণী

বেগম রোকেয়া দিবসে আমি নারী শিক্ষার অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

সামাজিক প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে নিজের প্রচেষ্টায় শিক্ষালাভ ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মহীয়সী এই মহিলা মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেন। বর্তমান সময়ে নারী শিক্ষার অগ্রগতির পেছনে বেগম রোকেয়ার অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে। দেশে নারী শিক্ষার প্রসারে ইতিমধ্যে অর্জিত সাফল্যকে আরও বেগবান করতে হবে এবং অবহেলিত নারী সমাজের উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

বেগম রোকেয়ার জীবন ও কর্মের জাগরণী প্রেরণা আমাদের নারী সমাজকে অগ্রযাত্রার পথে যেতে প্রেরণা যোগাবে বলে আমি মনে করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

বছর পরিক্রমায় ৯ ডিসেম্বর এর আগমনের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হতে যাচ্ছে এ শতাব্দীর সর্বশেষ বেগম রোকেয়া দিবস। ১৮৮০ হতে ১৯৩২ উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর পরিসরে বেগম রোকেয়ার নাতিদীর্ঘ এ জীবনকালে মহিয়সী এ নারী সমসাময়িক অনগ্রসর নারী সমাজকে শিক্ষার আলোকবর্তিকা হাতে মুক্তি ও আত্মবিকাশের পথ দেখিয়েছেন। তৎকালীন রক্ষনশীল সমাজের কড়া পর্দা প্রথার অবরোধ হতে নিজেকে মুক্ত করেই তিনি ক্ষান্ত হননি- স্বপ্ন দেখেছেন এমন এক সমাজের যেখানে পুরুষের পাশাপাশি নারীও তার স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁর এ স্বপ্নের বাস্তবায়নে তিনি আমরণ সমসাময়িক বৈরী সমাজের শত প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছেন বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে। অশিক্ষার বেড়াজালে আবদ্ধ অবরোধবাসিনী নারীকে মুক্ত করতে শিক্ষাকে তিনি নিয়ে গেছেন নারী সমাজের দোরগোড়ায়-প্রতিকূলতার আঘাতে নিজে জর্জরিত হয়েও লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি- নিবেদিত থেকেছেন নারী সমাজকে শিক্ষিত করার মহান ব্রতে।

শুধুমাত্র নারী সমাজকে শিক্ষিত হবার আহবানের মাঝেই তিনি সীমাবদ্ধ থাকেননি। নারীর অধিকার, মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে নারীকে পরনির্ভরশীলতার শৃংখল হতে মুক্ত হয়ে নিজ প্রত্যয়ে স্বাবলম্বী হবার যে আহবান তিনি রেখেছেন তাঁর লেখনীতে- তাই যেন পুরো বিংশ শতাব্দীব্যাপী শত সহস্রধারায় প্রবাহবান থেকেছে ও ক্রমাগত বেগবান হয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন এর দাবীর মধ্য দিয়ে। রোকেয়ার আদর্শ, কর্মময় জীবনের নিরলস প্রচেষ্টা এদেশের নারী সমাজকে তাদের অভীষ্ট মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হবার পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে যা প্রতি-নিয়তঃই প্রতিফলিত হচ্ছে নারীর ক্রমবর্ধমান শিক্ষার হার ও সেই সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীর উত্তরোত্তর সম্পৃক্ত হবার প্রয়াসে। এদেশের নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়নে চলমান প্রক্রিয়া অদূর ভবিষ্যতে পূর্ণতা পাবে কাংখিত লক্ষ্য অর্জনের মধ্য দিয়ে-আজ একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে এই হোক নারী সমাজ তথা সমগ্র জাতির আন্তরিক প্রত্যাশা।

আমি বেগম রোকেয়া দিবস'৯৯ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

অধ্যাপিকা (ডাঃ) তাহমিনা হোসেন
সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নারী শিক্ষার প্রসার, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদানের ক্ষেত্রে কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার বেগম রোকেয়া পদক নামে একটি জাতীয় পদক প্রবর্তন করেছে। বেগম রোকেয়ার আদর্শকে অম্লান করে রাখার মানসে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ৯ ডিসেম্বর জাতীয় পর্যায়ে বেগম রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপন ও রোকেয়া পদক বিতরণ আমাদের জন্য গৌরবের বিষয়।

বেগম রোকেয়ার যোগ্য উত্তরসূরি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার এদেশের নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং নারী শিক্ষা প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তার বাস্তবায়ন জাতির জনকের যোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার দ্বারাই সম্ভব বলে জাতি বিশ্বাস করে।

অশিক্ষা ও অজ্ঞতার অভিশাপ হতে মুক্তি লাভ করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আসবে বলে আমার বিশ্বাস।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

অধ্যাপিকা জিনাতুন নেসা তালুকদার
প্রতি মন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ বেগম রোকেয়া দিবস। নারী শিক্ষা, নারীমুক্তি এবং নারী আন্দোলনের অগ্রদূত মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার কর্মবহুল, বর্ণাঢ্য ও সংগ্রামী জীবনের স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

আজ থেকে শতাধিক বছর পূর্বে পশ্চাদপদ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে সময় নারীরা ছিল অবরোধবাসিনী। বেগম রোকেয়া উপলব্ধি করেছিলেন শিক্ষা ব্যতীত নারীর এ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তিনি নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং অনেক কষ্ট করে সে স্কুলের ছাত্রী সংগ্রহ করেছিলেন। নারী শিক্ষার পাশাপাশি তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে সামাজিক প্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে প্রয়াত কবি বেগম সুফিয়া কামালসহ বহু সংগ্রামী নারী তাঁর সাহচর্যে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নারীশিক্ষা এবং সমাজ সংস্কারের কাজে জীবন উৎসর্গ করেন। দেশে নারীশিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া এবং তাঁর উত্তরসূরিরা পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। আমি তাঁদের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার দেশে নারীশিক্ষার বিস্তার, নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়ন করছে। আমরা বিশ্বাস করি নারী শিক্ষার বিস্তার, নারীদের দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে যুক্ত করা এবং তাদের অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হওয়ার সুযোগ করে দেয়ার মাধ্যমে সমাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে। এ লক্ষ্যেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। নারী উন্নয়ন এবং সামাজিক কর্মকান্ডে নারীর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ রোকেয়া পদক প্রবর্তন করা হয়েছে।

আমি ০৯ ডিসেম্বর ১৯৯৯ বেগম রোকেয়া দিবসে দেশের নারী সমাজ বিশেষ করে কিশোরী ও তরুণীদের বেগম রোকেয়ার রচনাবলী পাঠ এবং তাঁর আদর্শ ও সংগ্রামী জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজের নিরক্ষর ও পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নে আত্মনিবেদন করার আহবান জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধান মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাগ, জাগ গো ভগিনি -বেগম রোকেয়া